রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ২১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২১, ২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৭—৩২৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৬১—৭১৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১—১৬
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪৫—৬৯৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৫
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১৩)-৬০৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন, পিতা-মৃত সাহাবুদ্দিন মুন্সি, গ্রাম-আমবাগ মধ্যপাড়া, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১০, ডাকঘর-নীলনগর, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ জানুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৯৮/২০১৩-৩৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব খোকন কুমার দে, পিতা-বিজয় রতন দে, মাতা-স্বপ্না রানী দে, গ্রামঃ-২নং পাথরঘাটা, ডাকঘরঃ-রাঙ্গামাটি, উপজেলা-সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৩০/২০১৩-৪২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব রতন চন্দ্র দেবনাথ, পিতা-মৃত হরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, গ্রাম-দৌলতপুর, ডাকঘর ও উপজেলা-মোহনগঞ্জ, জেলা-নেত্রকোনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৬৪/২০১৩-৪৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সুজিত কুমার নন্দী, পিতা-অশোক কুমার নন্দী, মাতা-স্বপ্না রানী নন্দী, গ্রাম-এড়েন্দা, ডাকঘর-কাশিনগর, উপজেলা-লোহাগড়া, জেলা-নড়াইল।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-৫৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব নমিতা রানী সরকার, পিতা-মৃত কুশরাম সরকার, মাতা-উমা শশী সরকার, গ্রামঃ-দূর্গাচরণ, ডাকঘরঃ-ইটাকুমারী, উপজেলা-পীরগাছা, জেলা-রংপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১২/২০১৩-৬১—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব রাম কৃষ্ণ কর, পিতা-রবীন্দ্রনাথ কর, গ্রাম-কালুরপাড়, ডাকঘর-কাঠিয়া, উপজেলা-আগৈলঝড়া, জেলা-বরিশাল) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানি -২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১৪.০০.০০০০.০০৯.৩০.০০৫.১৪-৩৫—ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ টেলিফোন শিল্প সংস্থার ল্যাপটপ উৎপাদনের বর্তমান ধারণক্ষমতার মূল্যায়নসহ উৎপাদন ও সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(১) জনাব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোঃ হুসনুল মাহমুদ খান, যুগ্ম-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

(৩) বেগম নাসরিন আফরোজ, পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

(৪) আইসিটি বিভাগের একজন প্রতিনিধি।

(৫) জনাব আসাদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ।

(৬) জনাব জুলফিকার হায়দার, সহকারী প্রকৌশলী (Laptop Plant), টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ।

কার্যপরিধি (Terms of Reference) ঃ

(১) কমিটি টেলিফোন শিল্প সংস্থার ল্যাপটপ উৎপাদনের বর্তমান ধারণক্ষমতার মূল্যায়নসহ উৎপাদন ও সেবা সর্বাধিক কার্যকরী করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

(২) আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে দাখিল করবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ রিয়াজ আহমেদ
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ জানুয়ারী ২০১৫

নং বিপম/বিমান/রপ্তানি নীতি-১/২০০৯-৩৭—হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বিমানের গোডাউন হতে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত ঔষধের মূল্যবান কাঁচামাল চুরি/খোয়া যাওয়া প্রতিরোধকল্পে বিমান হতে পণ্য চালান নং ১৬০-৪৫০৭-৯২৬৩ এর অধীনে আগত ৬০০ কেজি ওজনের (০৫ ক্যারেট) Pharmaceutical Raw Material নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো ঃ

আহবায়ক

(ক) যুগ্ম সচিব (বিমান ও সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(খ) পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

(গ) পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

সদস্য-সচিব

(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিমান), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

সদস্য

(ঙ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি।

২। কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত বিমানের গোডাউন হতে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত ঔষধের মূল্যবান কাঁচামাল চুরি/খোয়া যাওয়া প্রতিরোধকল্পে বিমান হতে পণ্য চালান নং-১৬০-৪৫০৭-৯২৬৩ এর অধীনে আগত ৬০০ কেজি ওজনের (০৫ ক্যারেট) Pharmaceutical Raw Material নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তদন্ত করবে।

(খ) কমিটি আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসনিম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ২৬ মাঘ ১৪২১/৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৪১.২০১০-৫৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বিলকয়া	৯০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(২)	ডেখিয়াবাড়ী	০৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৩)	কৃষ্ণপুর	৬৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৪)	নন্দীপাড়া	১৬৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৫)	নন্দবালা	১৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৬)	পারমগড়া	৩১	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৭)	দর্জিপাড়া	১০১	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৮)	ফসকিয়া	২৮২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(৯)	কাঠুয়া যোগিনী	৬২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(১০)	গালুটিয়া আরিফপুর	১৫১	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(১১)	বাউসাইদ	১৩৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(১২)	ধোপাকান্দি	১১৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
(১৩)	পঞ্চাশী	৪	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৪)	সমদকুর	১০২	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৫)	মাইজবাড়ী	১৫৪	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৬)	পিরপুর	১২৩	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৭)	জয়তেতুল	২৩০	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৮)	মোহন	২২৮	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(১৯)	সদাশিববাড়ী	১৫২	মধুপুর	টাঙ্গাইল
(২০)	মৃজাপুর	১৭১	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
(২১)	সারাংপুর	২৬	নগরপুর	টাঙ্গাইল
(২২)	ঘুনী	১৯৩	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
(২৩)	মাইলজানী	৪৪	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
(২৪)	ধুনাইল	১২০	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
(২৫)	পংভাদ্রা	১৩৭	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
(২৬)	টোলাজান	৯	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(২৭)	রৌহা	৩৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(২৮)	চামতারা	৬১	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(২৯)	পাড়াগাঁও	১১৫	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩০)	ফুলহারা	১৩৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩১)	হাটকয়ড়া	১১৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩২)	মনাজি	২০৯	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩৩)	বারইপাড়া	২১৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩৪)	রানাদহ	২২৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩৫)	কাউটেনগর	২৫৫	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩৬)	আঠারচূড়া	২৬০	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
(৩৭)	দামখন্ড	১০৭	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
(৩৮)	বিষ্ণপুর	২৪	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
(৩৯)	আগ দেউলী	৯০	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
(৪০)	আগ এলসিন	৯৯	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
(৪১)	নিজপাড়া	৭৩	দেলদুয়ার	টাঙ্গাল
(৪২)	তেঘরী ব্রাহ্মণখোলা	৮৩	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
(৪৩)	কড়াইল	৭	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
(৪৪)	গোড়াকী	১৪	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
(৪৫)	ভূষন্ডী	৩৯	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
(৪৬)	সেহরাতৈল বাহক	৬০	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
(৪৭)	হালুয়াপাড়া	১২৭	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
(৪৮)	শোলা প্রতিমা	৪৭	সখিপুর	টাঙ্গাইল
(৪৯)	চাকদহ	৫২	সখিপুর	টাঙ্গাইল
(৫০)	চকচকিয়া শ্রীপুর	১৯	সখিপুর	টাঙ্গাইল
(৫১)	সুরিরচালা	১৪	সখিপুর	টাঙ্গাইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-৬০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	গোলাবাড়ীয়া	১০১	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(২)	কুয়াডাঙ্গা	১০৩	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৩)	মালিবাতা	৮২	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৪)	ঘোনাপাড়া	১১৯	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৫)	ডুবসী	০৩	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৬)	জলিরপাড়া	৬৮	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(৭)	কারাকান্দর	৯২	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৮)	পূর্ণবর্তী	৮৫	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৯)	বান্দল	৬৮	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১০)	গোয়ালংক	৮১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১১)	কুরপালা	৮৪	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১২)	জাঠিয়া	৩৬	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৩)	আমতলী	৬৬	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৪)	আলিটাপাড়া	৭৭	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৫)	মকিমপুর নিশ্চিন্তপুর	১৫৩	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(১৬)	ঘৃতকান্দি	১৪৬	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(১৭)	বিশম্বরদী	১২১	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৮)	লোহাইর	১০০	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(১৯)	শ্রীনিবাস কাঠী	২০	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(২০)	ধর্ম্মরায়ের বাড়ী	১৬৩	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(২১)	সালুখা	৩০	টুংগীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(২২)	বালাডাঙ্গা	১৭	টুংগীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(২৩)	বাজড়া	৫৫	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(২৪)	ধুলজুড়ী	০৯	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(২৫)	গড়ানিয়া	২২	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
(২৬)	ফলিয়া	৪২	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৬.১৪-৬১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	মদনপুর	১৭	বিশ্বনাথ	সিলেট
(২)	পশ্চিম প্রয়াগ মহল	১৮	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৩)	কোনাউরা	৪৯	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৪)	সিঙ্গেরকাছ	৫২	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৫)	নওধর	৫৬	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৬)	পাদুনাপুর	৬৬	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৭)	আহাম্মদাবাদ	৮২	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৮)	দূর্য্যকাপন	৯০	বিশ্বনাথ	সিলেট
(৯)	চন্ডীচর	৯৮	বিশ্বনাথ	সিলেট
(১০)	বরুনি	১০৫	বিশ্বনাথ	সিলেট
(১১)	দেওকলস	১১০	বিশ্বনাথ	সিলেট

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১২)	মোবারকপুর উত্তর	২৭	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৩)	সুন্দিখলা	৩৬	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৪)	ঐহা	৪৭	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৫)	আনরপুর	৫২	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৬)	নিজবুরুঙ্গা	৬৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৭)	লালকৈলাশ	৮০	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৮)	একাশনি	১০৬	বালাগঞ্জ	সিলেট
(১৯)	রূপাপুর	১১৮	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২০)	প্যারাপুর	১২৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২১)	হুসনপুর	১৩৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২২)	আদিত্যপুর	১৪৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৩)	ইসলামপুর দক্ষিণ	১৫৪	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৪)	রাজাপুর	১৬৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৫)	খয়েরাবাদ	১৭৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৬)	আশারাফপুর	১৮৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৭)	নাশিয়ারপুর	১৯৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৮)	আলাপুর	১৯৯	বালাগঞ্জ	সিলেট
(২৯)	আলমপুর	২১৫	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩০)	দৌলতপুর চক	২২৮	বালাগঞ্জ	সিলেট
(৩১)	বগাইয়া হাওর	৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩২)	পশ্চিম দীঘির পার	৩২	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৩)	গুজার কান্দি	৩৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৪)	এরালি কান্দি	৩৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৫)	সাকার পেকের খাল	৪৫	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৬)	গুরুকচি হাওর	৪৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৭)	নিয়াগুল হাওর	৫০	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৮)	নাঙ্গলা খাল	৬৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৩৯)	দক্ষিণ প্রতাপপুর	৬৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪০)	কালীবাড়ী	৭৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪১)	পাঁচ হাতী খেল	৭৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪২)	চৈলাখেল ৬ষ্ঠ খন্ড	৮৫	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৩)	সানকী ভাঙ্গা হাওর	৯৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৪)	লামা সাতাইন	৯৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৫)	সতী	১১৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৬)	সিমইল বিল হাওর	১৩৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৭)	পেকের খাল হাওর	১৩৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৮)	সাহাপুর	১৩৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৪৯)	চিরুর পার	১৪২	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫০)	সুন্দ্র গাঁও	১৫৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫১)	বহর	১৬০	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫২)	দ্বারির পার	১৬৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৩)	বড় নগর চা বাগিচা	১৮৫	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৪)	ফতেপুর চা বাগিচা	১৮৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৫)	তুরালী কান্দি	১৯৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৬)	নিহাইন	২০০	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৭)	চাইর গাম	২০১	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৮)	নগর ডেংরি	২১১	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৫৯)	ঘোষগাম	২১৮	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬০)	বোগা হাওর	২১৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬১)	পূর্ব আলীর গাম	২২৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬২)	লাউবিল খলা	২৩৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৩)	লাফনা উট	২৪৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
(৬৪)	রাজাগঞ্জ	৯১	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬৫)	লামা ঝিঙ্গাবাড়ী	১০৩	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬৬)	দক্ষিণ বানীগাম	১২২	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬৭)	উত্তর বানীগাম	১২৫	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬৮)	হালাবাদী ২য় খন্ড	১৩০	কানাইরঘাট	সিলেট
(৬৯)	হালাবাদী ১ম খন্ড	১৩১	কানাইরঘাট	সিলেট
(৭০)	জয়পুর	১৭৯	কানাইরঘাট	সিলেট
(৭১)	চাতলার পার	১০	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৭২)	দক্ষিণ কামরেঙ্গীখেল	৫৫	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৭৩)	শুকাইনপুর	১০৭	জৈন্তাপুর	সিলেট
(৭৪)	আইনপুর	৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৭৫)	করিমপুর	২৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৭৬)	পাগুরিয়া	৪০	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৭৭)	দিশালুক	৭৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৭৮)	সিংকাপন	৭৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৭৯)	ঢেউপাশা	৮২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮০)	আঠাইশপাইকা	৮৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮১)	মাসকান্দি	১১৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮২)	মানিকহাওর	১৫৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮৩)	গোবিন্দপুর	১৬২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৮৪)	ইন্দানগর টি গার্ডেন	২১	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(৮৫)	ভূমিউরা	৫৩	রাজনগর	মৌলভীবাজার
(৮৬)	ছত্রাবট	৫	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৮৭)	পাত্রিকুল	৩০	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৮৮)	হাটবন্দ	৭০	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
(৮৯)	মাধবপুর টি গার্ডেন	৯৭	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
(৯০)	মদন মোহনপুর টি গার্ডেন	১০১	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
(৯১)	উত্তর হুসেনপুর	৩৪	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯২)	ইসলামপুর	৬	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৩)	পারকুলচক	৩২	ছাতক	সুনামগঞ্জ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৯৪)	ছত্রিশ ভাতা	৫৩	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৫)	রাজাপুর	৬২	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৬)	পূর্ব্ব চৌকাচক	১২১	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৭)	কুশ প্রতাপ	১৩৫	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৮)	পূর্ব্ব নানছিরি	১৪০	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(৯৯)	হায়াতপুর	১৪৯	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০০)	সিকান্দরপুর	১৬০	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০১)	দূর্গাপুর	১৯১	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০২)	নওয়াগাঁও	২০১	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০৩)	চিচরাউলি	২১৩	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০৪)	লামাহাইল	২৫০	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০৫)	কাংলাজান	২৮২	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০৬)	খঞ্জনপুর	২৮৯	ছাতক	সুনামগঞ্জ
(১০৭)	নন্দীরগাঁও	৫৪	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১০৮)	গোয়ালকুর	৮৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১০৯)	মিরপুর সিরাই	১১৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১১০)	সিরাজপুর	১২৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১১১)	বুধরাইল	১৩৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১১২)	অপাসাধু	১৯৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১১৩)	বগাটেকি	২৫৭	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
(১১৪)	সুনই	৫	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১১৫)	বড় খুরদারপুর	৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১১৬)	পাইকরাটী	১৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১১৭)	সলপ	৩১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১১৮)	সৈয়দপুর	৪১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১১৯)	রংপাতি	৪২	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২০)	মির্জ্জাপুর	৪৫	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২১)	বামুনের বাড়ী	৪৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২২)	সিংপুর	৪৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৩)	আকতাপাড়া	৫৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৪)	পূর্ব্ব সাহাপুর	৬৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৫)	গলইখালি	৭৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৬)	নওয়াগাঁও	৮৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৭)	মির্জ্জাপুর	৯৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৮)	খাঘরাটী	১১৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১২৯)	হাটপাটন	১২১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১৩০)	মধ্য নওয়াগাঁও	১৩৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১৩১)	দক্ষিণ দিলালপুর	১৬০	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১৩২)	সুবংশপুর	১৬১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
(১৩৩)	বিষ্ণুপুর	১৬৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৫৫.২০১০-৬২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	রসুলপুর	৫৭	লালপুর	নাটোর
(২)	সেকেন্দারপুর	৫০	লালপুর	নাটোর
(৩)	চর ভাসানিয়া	১৫১	নরসিংদী সদর	নরসিংদী
(৪)	সরলাবাদ	১৯	বেলাব	নরসিংদী
(৫)	বড় নওপাড়া	৪৮	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ
(৬)	ঝাউটিয়া	২১	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ
(৭)	পাইকারা	৩৩	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০০০.০০.১১২.২০১০-৬৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	আইছাপাড়া	৫৭	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
(২)	রামচন্দ্রপুর	১০২	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
(৩)	বাঁকিপুর	১৮৮	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
(৪)	অর্জ্জুনতলা	৫৯	সেনবাগ	নোয়াখালী
(৫)	বাবুপুর অর্জ্জুনতলা	৬৩	সেনবাগ	নোয়াখালী
(৬)	চর বালুয়া (দিয়ারা)	৩৮	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী
(৭)	শিবরামপুর	২৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৮)	দরজীপাড়া	৭৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৯)	নরসিংহপুর	৭৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১০)	শমসপুর	৮১	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১১)	মহাম্মদনগর	৮৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১২)	সফিপুর	৮৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৩)	কুমেদপুর	৮৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৪)	পশ্চিম সৈয়দপুর	১০৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৫)	ইদিলপুর	১১৪	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৬)	গোপীয়ারখিল	১১৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৭)	উত্তর জামিরতলি	১২০	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৮)	মটবী	১২১	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(১৯)	দক্ষিণ মাজুরী	১২৮	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২০)	ঘণেশ্যামপুর	১৩২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২১)	রামকৃষ্ণপুর	১৩৮	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২২)	জগতপুর	১৫১	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৩)	ফতেপুর	১৬২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৪)	চর মোহাম্মদপুর	১৬৪	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৫)	দক্ষিণ লতিবপুর	১৬৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৬)	ইন্দ্রপুর	১৮৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(২৭)	রামচন্দ্রপুর	১৮৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৮)	রাজাপুর	১৮৬	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(২৯)	ছোট রসিদপুর	১৮৭	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৩০)	গনিপুর	১৮৮	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৩১)	চরসাই	১৯৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৩২)	হরিবল্লভপুর	২০৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৩৩)	সরিফপুর	২১৪	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
(৩৪)	নীচাহারা	২৭	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৩৫)	রাঘবপুর	২৮	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৩৬)	আগুয়ানখিল	৪৯	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৩৭)	আঙ্গারপাড়া	৬৫	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৩৮)	কাশিমনগর	৭৩	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৩৯)	কালিকাপুর	৭৫	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪০)	বদরপুর	৭৭	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪১)	তিয়ারি	৯৯	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪২)	মামুদপুর	১০১	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪৩)	দেবনগর	১২৩	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪৪)	করপাড়া	১৩১	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪৫)	সোনাপুর	৩৬	রায়পুর	লক্ষ্মীপুর
(৪৬)	চর লক্ষ্মী	৪৮	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর
(৪৭)	চর বেদমা	৪৮	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
(৪৮)	সুন্দরপুর	১২	ফেনী সদর	ফেনী
(৪৯)	সাতসতী	৭০	ফেনী সদর	ফেনী
(৫০)	কচুয়া	৭৩	ফেনী সদর	ফেনী
(৫১)	পূর্ব্ব শিবপুর	১২৪	ফেনী সদর	ফেনী
(৫২)	ফাজিলপুর	১২৫	ফেনী সদর	ফেনী
(৫৩)	জগৎপুর	৩৫	দাগনভূঞা	ফেনী
(৫৪)	আলাইয়ারপুর	৩৯	দাগনভূঞা	ফেনী
(৫৫)	চাঁদপুর	৪১	দাগনভূঞা	ফেনী
(৫৬)	দক্ষিণ মাছিমপুর	৬০	দাগনভূঞা	ফেনী
(৫৭)	দক্ষিণ চাঁদপুর	৯৩	দাগনভূঞা	ফেনী
(৫৮)	চর সাহাপুর	৭২	সোনাগাজী	ফেনী
(৫৯)	বাথানিয়া	২২	ছাগলনাইয়া	ফেনী
(৬০)	ছোট আছুজঙ্গলী	২৩	ছাগলনাইয়া	ফেনী
(৬১)	পশ্চিম মধুগ্রাম	৩৮	ছাগলনাইয়া	ফেনী
(৬২)	নরনিয়া	২২	ফুলগাজী	ফেনী
(৬৩)	বানওয়া	৫৭	ফুলগাজী	ফেনী
(৬৪)	শ্রীপুর ওরফে আনন্দপুর	৬০	ফুলগাজী	ফেনী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল এ কেস নং ২৫/১৯৭৯-৮০

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২১/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-৯-১৯৮০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা জামতৈল, জে এল নং ৪০, উপজেলা কামারখন্দ, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং সি,এস	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৬ পূর্ণ	০.৪৬
২০৭ আং	০.১৪
২০৮ ,,	০.৪০
	মোট= ১.০০ একর

ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ২৭/১৯৭৮-৭৯

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২১/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-১১-১৯৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা সিমলা, জে এল নং ৬১, উপজেলা রায়গঞ্জ, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং সি,এস	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭০৩ পূর্ণ	০.০৭
১৭০৪ ,,	০.৩২
১৭০৫ আং	০.১১
১৭০৬ পূর্ণ	০.০৬
১৭০৮ ,,	০.৪৪
১৭০৯ ,,	০.৫০
	মোট= ১.৫০ একর

ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ৭৬/১৯৬১-৬২ (রাজ)

ফরম ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২১/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৫১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-৯-১৯৬১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা রামকুড়া, জে এল নং ৩১৫, উপজেলা নিয়ামতপুর, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪০,৭৯	৭৪৩	-	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ৬৭/১৯৬২-৬৩ (রাজ)

ফরম ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২০ মাঘ ১৪২১/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৫১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৭-১১-১৯৬২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা মুকন্দপুর, জে এল নং ১৮৬, উপজেলা ধামইরহাট, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫২	৫৪	০.২২	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও পাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.১০.০০৪.১৪-২১—জনাব মোঃ মশিউর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা, খুলনা এর বিরুদ্ধে গত ২৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় "বটিয়াঘাটা মৎস্য অফিসের বিরুদ্ধে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষার অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খুলনা জেলাধীন বটিয়াঘাটা উপজেলার সুখদাড়া গ্রামের অসীত রায় কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মশিউর রহমান এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একজন অসৎ কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত অফিস করেন না, খেয়াল খুশিমত চলেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশও অমান্য করেন-মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। কর্মকর্তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী

(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে অসদাচরণ ও ৩(ডি) বিধিমতে দুর্নীতির সামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ১১ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ মশিউর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা, খুলনা-কে অদ্য ৮-১-২০১৫ তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ২৮ মাঘ ১৪২১/১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩৪.০৫১.০১৬.০১.০০.৫০.২০১১-৮৪—যেহেতু, আপনি জনাব আবু নাঈম মোঃ মাকছুদুর রহমান, সহকারী পরিচালক (সমাপ্ত যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্ম সংস্থান প্রকল্প), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়-এ কর্মরত থাকাকালীন (২৩-১২-১৯৯৮ তারিখ হতে ১৬-৬-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত) আপনার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাতসহ অন্যান্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়; এবং

যেহেতু, আপনি জনাব আবু নাঈম মোঃ মাকছুদুর রহমান-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ, জালিয়াতি, প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাত সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ দৈনিক ভোরের ডাক (১৫-৩-০৩ তারিখ), দৈনিক প্রথম আলো (৩-১০-০৬ তারিখ) এবং দৈনিক সংবাদ (৬-১০-০৬ তারিখ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বর্ণিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২২-৮-২০০৭ তারিখের যুউঅ/প্রশাঃ/তদন্ত-৭০/২০০৩-২৮৫২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রাথমিক তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আত্মসাত, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ছাড়াই অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জামানতের টাকা ফেরত না দিয়ে তা আত্মসাত করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে ১/২০০৯ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০২-১১-০৯ তারিখে যুক্রীম/যুব-১/পি-২৭/৯৬-৪১৭ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনার দাখিলকৃত জবাবে ও ব্যক্তিগত শুনানিতে আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলা তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২) (সি) বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে কেন চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড আরোপের নিমিত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৭) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত আহ্বান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ২৮-০১-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৫.০০৪.৩৪.০৬.০১১.২০১৩(অংশ-১)/২৯ নং স্মারকে প্রদত্ত মতামতে আপনার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড আরোপের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

সেহেতু, আপনি জনাব আবু নাঈম মোঃ মাকছুদুর রহমান, সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত উপরিবর্ণিত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি অনুযায়ী আপনাকে চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ দণ্ডাদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নূর মোহাম্মদ
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ মাঘ ১৪২১/১৮ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৪০.১৩-২৬—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলমগীর কবীর শরীফ (৬০৬৬), সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর গত ৩১-১২-২০১১ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। অতঃপর বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। তাঁর জবাব সন্তোষজনক হয়নি;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলমগীর কবীর শরীফ এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আলমগীর কবীর শরীফ (৬০৬৬), সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service)" করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

অধিশাখা ঃ ২২ (উন্নয়ন-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ মাঘ ১৪২১/১৯ জানুয়ারি ২০১৫

নং শিম/শাঃ২২/ইইডি(বিভাগীয় মামলা)/২০০৯/৩৮—শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) জনাব এম. এ হান্নান, নারায়ণগঞ্জ জোন এবং প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা (হেড অফিস) এর বিরুদ্ধে "কিশোরগঞ্জ জেলায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ত কাজের অনিয়মের বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ২২/ কাশিঅ/১-৯/২০০৮-১৩৪১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) জনাব রুহী রহমানকে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জনাব এম.এ হান্নান এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ বর্তায় না মর্মে মতামত প্রদান করেন।

অভিযুক্তের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও (ডি) অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জনাব এম. এ হান্নান, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), নারায়ণগঞ্জ জোন, নারায়ণগঞ্জ কে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ পৌষ ১৪২১/২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৬/২০১৪/৬১১—যেহেতু, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (সাবেক লালমনিরহাট পিটিআই)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (সাবেক লালমনিরহাট পিটিআই)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রশাসন (সংস্থাপন) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২২ মাঘ ১৪২১/৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.১৫.০০১.১৪.৬৭(৯)—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৫.১৩৩.০০৬.০৩. ১৬১.০৪.২০১২-৪৮ নং আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যানের পদকে নিম্নবর্ণিত শর্তে গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হলোঃ

(ক) সরকার উক্ত পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়ন করবে;

(খ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে;

(গ) এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিগত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে পদ উন্নীতকরণ কার্যকর হবে।

নং ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.১৫.০০১.১৪.৬৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৫.১৩৩.০০৬.০৩. ১৬১.০৪.২০১২-৪৮ নং আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটশন (বিএসটিআই) এর মহাপরিচালকের পদকে নিম্নবর্ণিত শর্তে গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হলোঃ

(ক) সরকার উক্ত পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়ন করবে;

(খ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে;

(গ) এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিগত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে পদ উন্নীতকরণ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুজ্জামান
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩৫.০০.০০০.০২২.১৫.০৫৮.১৪-৮৩—জনাব এস, এম, কামরুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬০১৮৫২), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ), টংগী সড়ক উপ-বিভাগ গাজীপুর (সড়ক উপ-বিভাগ-১, সিরাজগঞ্জ এ বদলীর আদেশাধীন)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে জনাব এস, এম, কামরুজ্জামান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন ছিদ্দিক
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ৯ পৌষ ১৪২১/২৩ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.১৮৫.০৭.৩৯৬—যেহেতু, খান আবুল বাশার, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-১, ঢাকা (প্রাক্তন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর) এর বিরুদ্ধে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুরে কর্মকালীন সময়ে ঘূর্ণায়মান তহবিলের ৫,২০,৭৮৩/- (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার সাত শত তিরাশি) টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও (ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (নং ১৮/২০০৭ তারিখ ১৮-১২-২০০৭) চালু করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগানামার প্রেক্ষিতে গত ১৮-১২-২০০৭ তারিখের সকম/প্রঃ-৪/১৮৫/২০০৭/৫৪০ সংখ্যক স্মারক মূলে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত খান আবুল বাশার ৬-১-২০০৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ১২-২-২০০৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন। উক্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য গত ৩-৬-২০১০ তারিখের সকম/প্রঃ-৪/১৮৫/২০০৭/১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম, উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আহ্বায়ক করে ৩(তিন) সদস্যের 'তদন্ত বোর্ড' গঠন করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, উক্ত 'তদন্ত বোর্ড' অভিযোগসমূহ তদন্ত করে গত ৬-৯-২০১২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও (ডি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Miscondut) ও দুর্নীতি' (Corrupt) এর অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

৫। যেহেতু, 'তদন্ত বোর্ড'র উপর্যুক্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা খান আবুল বাশার এর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' (Miscondut) ও দুর্নীতি' (Corrupt) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (এ) অনুযায়ী 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ' (Reduction of lower time-scale)'র প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং গত ২৮-৪-২০১৩ তারিখের সকম/প্রঃ-৪/১৮৫/০৭/২১১ সংখ্যক স্মারকমূলে তাঁকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, খান আবুল বাশার গত ৭-৫-২০১৩ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় প্রস্তাবিত দণ্ড আরোপের ব্যাপারে ২২-২-২০১৪ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.১৮৫.০৭.৩০১ সংখ্যক স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান হলে কর্ম কমিশন ২৪-৯-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৫.০০৪.৪১.০১.২৩.২০১৪.২৪৬ সংখ্যক স্মারকমূলে জনাব খান আবুল বাশারকে 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ' প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে; এবং

৭। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সম্মতির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা খান আবুল বাশারকে তাঁর কৃত অপরাধের (অসদাচরণ ও দুর্নীতি) জন্য 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ'র (গুরুদণ্ড) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৮। এক্ষণে, সেহেতু খান আবুল বাশার, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-১, ঢাকা (প্রাক্তন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও (ডি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Miscondut) ও দুর্নীতি' (Corrupt) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত বিধিমালা'র বিধি ৪(৩) (এ) মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত শর্তে 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ' (Reduction of lower time-scale) (গুরুদণ্ড) করা হলো।

শর্তসমূহ

(১) নিম্ন টাইম স্কেলে অবনমিতকরণ দণ্ড চাকুরির কাল পর্যন্ত বহাল থাকবে;

(২) নিম্ন টাইম স্কেলে অবনমিতকরণ ক্ষেত্রে তিনি ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০/- স্কেলের বেতন প্রাপ্য হবেন।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাছিমা বেগম এনডিসি
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ মাঘ ১৪২১/২২ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬৯.১৩-৮৮—যেহেতু, জনাব মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-৯, সিলেট, বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার টাঙ্গাইল (সদর) এবং চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত এর বিরুদ্ধে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে র‍্যাব-৯, সিলেট এর শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পে জানুয়ারি/২০১১ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০১১ খিঃ এবং মে/২০১২ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালীন মৌলভীবাজার জেলার সাধুয়াটি, শেরপুর, আতানগিরি, দিঘীরপাড়, রাজনগর, বরহা, শামস মহলসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে জুয়ার আসর চলত। জুয়ার আসর হতে তার নিয়োগকৃত সোর্স মানিক এবং ইকবালের মাধ্যমে অবৈধভাবে আর্থিক লাভবানের আশায় উৎকোচ গ্রহণ করতেন। র‍্যাব ক্যাম্পের সোর্স ইকবাল ও মানিক র‍্যাব ক্যাম্পের নামে সংগৃহীত অর্থ থেকে জুয়া খেলার দিনগুলোতে প্রতিরাত্রে ১৫/২০ হাজার টাকা করে তাকে প্রদান করত। অন্যান্য সোর্সগণ ও স্থানীয় জনগণ তাকে অবৈধ জুয়ার আসরের বিষয়টি অবগত করলেও তিনি বিষয়টি জেনে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বরং অবৈধভাবে লাভবানের আশায় নিরব থেকেছেন। উল্লিখিত অভিযোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬৯.১৩-৯৭৯ তারিখ ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ মূলে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৮-৪-২০১৪ তারিখের ৩৪১ নম্বর স্মারকে জনাব এম এ মাসুদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার জেলা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৪), ৭(১০) এবং ১০নং বিধির বিধান অনুসারে যথাযথভাবে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

৩। এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধানমতে আনীত অভিযোগসমূহের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪. ০২.০৬৯.১৩-৯৮৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হ'ল। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৩-২৯—ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ, ১১-১-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(১) (খ) ধারা মামলার আসামীগণ গত ১১-১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমান ১২.৪৫ ঘটিকার সময় উক্ত থানার মামলার নম্বর ০১(১২)১৩ এর এজাহার নামীয় আসামী মোঃ বোরহান উদ্দিন @ বোরহান, পিতা নুরুল আমিন, সাং চাঁনপুর, (মিয়াজী বাড়ী), থানাঃ দাগনভূঞা এর বাড়ীতে পেট্রোল বোমা তৈরী করে। ধৃত আসামী পেট্রোল বোমা তৈরী করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(১) (খ) ধারার অপরাধ সংঘটন করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৩-৩০—খুলনা জেলার তেরখাদা থানার জিডি নং ৪১৬, তারিখ ১২-৮-২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী আসামী মাওলানা মোঃ কবিরুল ইসলাম (থানা জামায়াতের আমির), পিতা আঃ জলিল শেখ, সাং আনন্দনগর, থানা তেরখাদা, খুলনাসহ ১৪ জন এবং অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন ১৫ আগস্ট/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে সরকার বিরোধী এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আসামীগণ প্রত্যেকেই জামায়াতে ইসলামীর থানা পর্যায়ের শীর্ষ নেতা ও সক্রিয় কর্মী। তারা প্রাণঘাতী অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জাতীয় শোক দিবসে উপজেলা কেন্দ্রীয় কর্মসূচীকে বানচাল, যুদ্ধারাধী মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায়কে বাধাগ্রস্ত, নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার চেষ্টা করে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত যা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০খ ও ১২৪ক ধারায় বর্ণিত অপরাধ।

২। বর্ণিতাবস্থায়, আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০খ এবং ১২৪ক ধারায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, তেরখাদা থানা, জেলা খুলনাকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর যথাক্রমে ১৯৬ক এবং ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৪-৩১—ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর থানার জিডি নং ৩৩, তারিখ ১-১০-২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী আসামী মোঃ মামুন হোসেন (২০), পিতা মোঃ আব্দুল মান্নান, সাং কাগমারী, থানা কোটচাঁদপুর, জেলা ঝিনাইদহ এবং গ্রেফতারকৃত ৬(ছয়) অপরাপর আসামীরা সরকার পতনের আন্দোলনের নামে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সরকারি বেসরকারি স্থাপনসমূহে অগ্নিসংযোগ, প্রশাসনের লোকজনের উপর আক্রমন, সরকারের প্রতি অনাস্থা, সরকারকে অবৈধ বলে প্রচার করা, নাশকতামূলক ও রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কর্মকান্ডের অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ করেছেন। আসামীদের উক্তরূপ কর্মকান্ড দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০খ ও ১২৪ক ধারার অপরাধ।

২। বর্ণিতাবস্থায়, আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০খ এবং ১২৪ক ধারায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, কোটচাঁদপুর থানা, জেলা ঝিনাইদহকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর যথাক্রমে ১৯৬ক এবং ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৪—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মামলা নম্বর-৪১, তারিখঃ ৩০-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ) (আ) (উ)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ৩০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১২.৩০ ঘটিকার সময় বুড়িচং থানাধীন কালাকুয়া বাজারস্থ সবুজ সাথী স্টোর ও দেলোয়ার মেডিক্যাল হলের সামনে পাকা রাস্তার উপর ১৮ দলীয় ঐক্য জোটের নেতা কর্মীরা বেআইনী জনতার দলবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা স্থানীয় জনগণের জীবন বিপন্ন করা, কর্তব্যরত পুলিশের উপর ইট পাটকেল, ককটেল, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করতঃ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জখম ও ত্রাস সৃষ্টিসহ জননিরাপত্তা বিঘ্নিত ও সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ)(আ)(উ)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৫—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-৩১, তারিখঃ ১১-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ১১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১১.১৫ ঘটিকার সময় কোতোয়ালী থানাধীন টমছম ব্রিজ চৌরাস্তার মোড় নামক স্থানে রাস্তার উপর ১৮ দলীয় ঐক্য জোট কর্তৃক রাজপথ রেলপথ এবং নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে লাঠিসোটাসহ মারাত্মক দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র/আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আংতক সৃষ্টি, কর্তব্যরত পুলিশের উপর ইট-পাটকেল, ককটেল নিক্ষেপ করতঃ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জখম ও ত্রাস সৃষ্টিসহ জননিরাপত্তা বিঘ্নিত ও সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৬—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখ ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রাত্র ৮:০০ ঘটিকার সময় কোতোয়ালী মডেল থানাধীন শাসনগাছা সাকিনের কৃষি অফিসের সামনে রাস্তার উপর রাখা মাইক্রোবাসে অগ্নিসংযোগ করে সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদন পূর্বক সম্পত্তির ক্ষতি সাধন ও সন্ত্রসী কার্যে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৭—কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার মামলা নম্বর-০৯, তারিখ ১২-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ৩০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ দুপুর অনুমান ১২.০০ ঘটিকা হতে ১.৩০ ঘটিকার মধ্যে সময়ে বরুড়া থানাধীন নলুয়া চাঁদপুর বাজারের পূর্ব পাশে কুমিল্লা-চাঁদপুর মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে আওয়ামীলীগ অফিস এবং লক্ষ্মীপুর বাজারস্থ আওয়ামীলীগের পাটি অফিস ভাংচুর, অফিসের রক্ষিত মালামালে আগুন দেয়া, ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা জনমনে আতংক সৃষ্টিসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৮—কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার মামলা নম্বর-২০, তারিখ ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকা ঘটিকার সময়ে বরুড়া থানাধীন দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর বাজারে রাস্তার উপর ও মজুমদার ষ্টোরের ভিতর বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত বিবাদীগণ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, দা, লাঠি, লোহার রড দ্বারা আক্রমণ করে দোকানপাট ভাংচুর করা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা জনমনে আতংক সৃষ্টিসহ এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৩৯—কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা অনুমান ১০.৩০ ঘটিকার সময়ে বরুড়া থানাধীন আড্ডা দক্ষিণ বাজার চৌরাস্তার উপর বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত বিবাদীগণ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, দা, লাঠি, লোহার রড দ্বারা আক্রমণ করে দোকানপাট ভাংচুর করা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা জনমনে আতংক সৃষ্টিসহ এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৪০—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মামলা নম্বর-২০, তারিখ ১৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রাত্র অনুমান ২১:১০ ঘটিকার সময়ে বুড়িচং থানাধীন কালিকচুয়া সাকিনের ডাকলিপাড়া ডুবাইচর ও কাবিলা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মী কর্তৃক টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনের গতিরোধ করা ও ট্রাকে আগুন দিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৪১—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মামলা নম্বর-১০, তারিখ ০৮-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ)(আ)(উ)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ০৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রাত্র অনুমান ২১:১০ ঘটিকার সময়ে বুড়িচং থানাধীন কালিকচুয়া সাকিনের ডাকলিপাড়া ডুবাইচর ও কাবিলা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মী কর্তৃক টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনের গতিরোধ করা ও ট্রাকে আগুন দিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ)(আ)(উ)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৪২—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মামলা নম্বর-৩৮, তারিখ ২৮-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ)(আ)(উ)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৮-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সকাল অনুমান ০৭:৩০ ঘটিকার সময়ে বুড়িচং থানাধীন ডুবাইচর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৮ দলীয় ঐক্য জোটের নেতাকর্মীরা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা জনমনে আতংক সৃষ্টি, জননিরাপত্তা বিপন্নসহ কর্তব্যরত পুলিশের উপর ইট-পাটকেল, ককটেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৬(২) এর (অ)(আ)(উ)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-৪৩—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর-১৬, তারিখ ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২) এর (ই)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ দুপুর অনুমান ১২:৩০ ঘটিকার সময় চৌদ্দগ্রাম থানাধীন ভোট কেন্দ্র নম্বর-৪৭ ফাল্গুনকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতকারীরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করতঃ উপজেলা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন যাতে না হয় সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৬(২) এর (ই)/১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৪-৪৪—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার মামলা নং-০৫, তারিখ ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯/১০ ধারা মামলার আসামীগণ গত ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি সংগঠনের সদস্য বর্তমানে "আনসারুল্লাহ বাংলা টিম" নামে নতুন একটি জঙ্গি সংগঠন এর সদস্য হিসেবে আইন বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করাকালে আসামীর নিকট হতে দুইটি কম্পিউটার, দুইটি পেন ড্রাইভ, পঁচিশটি সিডি, ছয়টি বইসহ অন্যান্য মালামাল জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়। এজাহারনামীয় ও অজ্ঞাতনামা আসামীগণ জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করাসহ জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে যুদ্ধাপরাধী বিচার, মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারকে বানচাল করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংঘটন করে এবং একে অপরকে সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৪৫—নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-০৩, তারিখ ০১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ১০/১৩ ধারা মামলার আসামীগণ গত ০১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রাত্র ০১:৫০ ঘটিকার সময় ০৩ নং জিরতলী ইউনিয়নস্থ বাংলা বাজারের দক্ষিণে বারইচতল রোডের পশ্চিম পাশে মোল্লা বাড়ীর সামনে পরিত্যক্ত ডেসটিনি ২০০০ লিঃ প্যারাডাইস এসোসিয়েটস ড্রিম প্রজেক্ট নামক ২য় তলা বিল্ডিং এর নীচতলা অফিসের ভিতরে জামায়াত শিবির কর্মী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধী গোলাম আযমের মামলার আসন্ন রায়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুপ্ত হামলা ও মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে নোয়াখালী জেলা ও দেশের অন্যান্য স্থানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোসহ দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ষড়যন্ত্র এবং প্ররোচণা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ১০/১৩ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৪৭—নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ ১৭-০৩-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯/১২/১৩ ধারা মামলার আসামী গত ১৬-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ১৭:০০ ঘটিকার সময় সেনবাগ থানাধীন নিজ সেনবাগ সাকিনস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আব্দুল কাদের (২৯), পিতাঃ মৃত আব্দুর রশিদ, সাং নিজ সেনবাগ, থানাঃ সেনবাগ, জেলা নোযাখালীকে ০১টি কাগজের তৈরী প্যাকেট যাতে অপরূপা ক্লথ ষ্টোর অভিজাত বস্ত্র বিপনী লেখা আছে উহাসহ পুলিশ তাকে আটক করে। ধৃত আসামীসহ অন্যান্য পলাতক আসামীরা সন্ত্রাসী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটনের জন্য ছাপানো লিফলেট ও বইগুলো নিজ হেফাজতে রেখে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর {(সংশোধনী /২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯/১২/১৩ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৩-৪৮—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৮৩, তারিখ ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা অনুমান ০৯:১৫ ঘটিকার সময় কোতোয়ালী মডেল থানাধীন লাকসাম রোডস্থ মিডল্যান্ড হাসপাতালের সামনে রাস্তার উপর ১৮ দলীয় ঐক্যজোট কর্তৃক কর্তব্যরত পুলিশের উপর চড়াও হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে হাত বোমা/ককটেল বিস্ফোরণ এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে কর্তব্যরত কনস্টেবল/৫১০ এবাদুলকে মারাত্মক জখম করতঃ জননিরাপত্তা বিপন্ন করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সহায়তা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৩-৪৯—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৮১, তারিখ ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রাত্র ২০:৩০ ঘটিকার সময় কোতোয়ালী মডেল থানাধীন মনোহরপুর সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখার সামনে ১৮ দলীয় ঐক্যজোটের নেতাকর্মীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করতঃ জননিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে ককটেল বিস্ফোরণ ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গুলি বর্ষণ, ইট পাটকেল নিক্ষেপ, রাস্তায় চলাচলরত যানবাহনসহ আশেপাশের দোকানপাট ভাংচুর ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৬(২)/১২ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫/২৩ মাঘ ১৪২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৩-৭৯—ডিএমপি, পল্টন মডেল থানার মামলা নম্বর-২৬, তারিখ ২৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯(১)(২)/১৩ ধারার মামলার আসামীগণ গত ২৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ১৩:৩৫ ঘটিকার সময় ৩/১/বি পুরানা পল্টন আল-রাজি কমপ্লেক্স এর সামনে পাকা রাস্তার উপর জমায়েত হয়ে হাতে মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে "আওয়ামী-বিএনপি শাসক গোষ্ঠিকে অপসারণ করে হিজবুত তাহরীর নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট ক্ষমতার দাবীতে সমাবেশ ও মিছিল" হিজবুত তাহরীর উলাইয়া বাংলাদেশ লেখা হাতে হাতে ব্যানার, ফেস্টুন, মাথায় আরবি লেখা সম্বলিত কাপড় বেঁধে সরকার বিরোধী মিছিল বের করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ৮/৯(১)(২)/১৩ ধারার অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩)} এর ধারা ৪০ এর উপধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল কবীর মেনন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ জানুয়ারি ২০১৫/৬ মাঘ ১৪২১

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৬.২০১২-৩৪—যেহেতু ডাঃ চিন্ময় কুমার দত্ত (১০১০০৪৬), প্রভাষক (মাইক্রোবায়োলজি), সিলেট এম জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট গত ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৬.২০১২-৭৮ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২১-০৮-২০১৩ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৬.২০১২-৭১১ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৭-১১-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২২.২০১৪-৩৮২ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৭-০১-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ চিন্ময় কুমার দত্ত (১০১০০৪৬), প্রভাষক (মাইক্রোবায়োলজি), সিলেট এম জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেটকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫/১ মাঘ ১৪২১

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭২.২০১২-৩৭—যেহেতু ডাঃ এস, এম, আবু আহসান (৩৪১৮১), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও গত ০৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭২.২০১২-১১০৭ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ০৮-০৭-২০১১ তারিখ থেকে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৫-০৫-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭২.২০১২-৩০৭নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৭-১১-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৪৫.২০১৪-৩৮৩ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৭-০১-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ এস, এম, আবু আহসান (৩৪১৮১), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁওকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৫/২ মাঘ ১৪২১

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৮৫.২০১২-৩৮—যেহেতু ডাঃ সৈয়দ ইসরার কামাল (৩৬৯৪২), জুনিয়র কনসালটেন্ট, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আগৈলঝাড়া, বরিশাল গত ১৯-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৮৫.২০১২-১১৮৭ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৩-০১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৮৫.২০১২-৪৮ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৭-১১-২০১৪ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২৭.২০১৪-৩৮৫ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১২-০১-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সৈয়দ ইসরার কামাল (৩৬৯৪২), জুনিয়র কনসালটেন্ট, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আগৈলঝাড়া, বরিশালকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৯-১১-২০১১ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

পার-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ২৮ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০০.০০.০০৮.২০১৩-৯৭—যেহেতু মৃত ডাঃ মোঃ আফজাল হোসেন (কোড নং ৪৫৫৫৯), ডেন্টাল সার্জন, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ীকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার কারণে ০৭-০৮-২০১৩ তারিখের আদেশে তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু মৃত ডাঃ মোঃ আফজাল হোসেন (কোড নং ৪৫৫৫৯), ডেন্টাল সার্জন, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী গত ০২-০২-২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা সমীচীন।

এক্ষণে সেহেতু মৃত ডাঃ মোঃ আফজাল হোসেন (কোড নং ৪৫৫৫৯), ডেন্টাল সার্জন, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৪৫.১৬৮.১২৮.০০.০০.০৩৩.২০১৩-৩৯—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ০৮-০৭-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৬৮.১২৮.০০.০০.০৩৩.২০১৩ (অংশ-১)-৪২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজের নাম আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী নামকরণ করা হয়। এক্ষণে সরকার উক্ত আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজের নাম অপরিবর্তিত রেখে হাসপাতালের নাম "জননেতা নূরুল হক আধুনিক হাসপাতাল" নোয়াখালী নামকরণ করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
উপসচিব।

অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৫

নং স্বাপকম/উপসচিব (অটিজম সেল)/বিবিধ-০১/২০১২ (অংশ-৩)/৪২—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ-জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা সম্পর্কে দেশের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে নির্বাচিত ন্যাশনাল সেলিব্রেটিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে Programme Calendar একটি Outline প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)

(৩) তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)

(৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)

(৫) নিউরোডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ডিজএ্যাবিলিটি ট্রাস্টি বোর্ড

(৬) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর একজন প্রতিনিধি

(৭) প্যারেন্টস ফোরাম ফর ডিফারেন্টলি এ্যাবেল এর একজন প্রতিনিধি

(৮) ডাঃ মাজহারুল মান্নান, র‍্যাপোটিয়ার, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

(৯) জনাব মনোজ কুমার রায়, উপসচিব, স্বাপকম

(১০) জনাব সুবীর নন্দী, গায়ক, জাতীয় ব্যক্তিত্ব

(১১) জয়া আহসান, অভিনেত্রী, জাতীয় ব্যক্তিত্ব

উপ-কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) উপ-কমিটি অটিজম বিষয়ে Programme Calendar একটি Outline প্রণয়নপূর্বক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট একটি রূপরেখা উপস্থাপন করবে;

(২) পরবর্তীতে এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত সেলিব্রেটি এই উপ-কমিটির সদস্য হবেন;

(৩) উপ-কমিটি ৩০ জানুয়ারি, ২০১৫ মধ্যে Outline of Program Calendar প্রস্তুত চূড়ান্ত করবে।

মনোজ কুমার রায়
উপসচিব ও
প্রকল্প পরিচালক (অটিজম সেল)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪২২/১২ মে ২০১৫

নং আঃ কোঃ বিবিধ-৯/২০০৮/১২৯—মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নং ৮৬/৯৯ এবং কনটেম্পট পিটিশন নং ০১/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়নার্থে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা ৯৭৬২(৪) নং পৃষ্ঠার ২২ নং ক্রমিকে প্রকাশিত নিম্নবর্ণিত প্লটের ভূমি পরিত্যক্ত সম্পত্তির "ক" তালিকা থেকে শর্ত সাপেক্ষে সরকার অবমুক্ত করলেন ঃ

"ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, ঢাকার মৌজা-ধামালকোট, সি এস ৫২ নং খতিয়ানের ৬৪ নং প্লটের আংশিক ০.৬২ একর ভূমি"।

২। এ অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ভূমি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সরকারের নিকট কেহ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরাফত আলী
সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ মে ২০১৫

নং ১২.০৫২.০২৮.০০.০০.০০১.২০১০(অংশ-২)-৫৭৩—কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং-এর আওতায় মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা কে অনুমোদন করা হলো।

২। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাক-এর মাশরুম গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং-এর আওতায় পরিচালিত হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
উপসচিব।